সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে শিক্ষা খাত মুক্ত করুন

গত একযুগে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। এরপরও বলা হচ্ছে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ তুলনামূলক অনেক কম। ইউনেস্কোর হিসাব মতে, মোট বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বর্তমান বরাদ্দ বাজেট ১১ দশমিক ৩০ শতাংশ। এ অর্থের বড় অংশ চলে যায় দুর্নীতিতে। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দেয়ার ক্ষেত্রে বরাদ্দ দেয়া হয় খুবই সামান্য। শিক্ষা গবেষণা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ শূন্য। অ্যাকশন এইড এবং ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইআইডি) গবেষণায় এ তথ্য এসেছে।

গত শনিবার অর্থনীতি সমিতির সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করা হয়। প্রতিবছরই দেখা যায় এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটিতে সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তা সত্ত্বেও এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ে দুর্নীতি হয়। তাছাড়া শিক্ষায় অর্থই মূল সমস্যা নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। শিক্ষায় উন্নতি করতে হলে শিক্ষা কমিশন গঠন করাও জরুরি। এর কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা কমিশন হলে শিক্ষা প্রশাসনে শৃঙ্খলা আসবে। দেখা যায়, শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে ইশতেহার দেয়া হয়, তার সঙ্গে বাজেটের মিল থাকে না। অবকাঠামো এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।

কওমি মাদ্রাসাকে সরকারের নিয়ম-বিধির আওতায় আনতে হবে। কারণ একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা রাষ্ট্রের নিয়ম বা বিধির বাইরে চলতে পারে না, চলতে দেয়া যায় না; এতে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায়ও স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। মেধার চেয়ে স্বজনপ্রীতি বা অন্য কোন যোগসাজশ প্রাধান্য পায়। পাশাপাশি শিক্ষকদের কম বেতন এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ হারাচ্ছে।

শিক্ষা খাতে যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় তা অ্যাকশন এইড এবং ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গবেষণায় উঠে এসেছে। শিক্ষা খাতে দুর্নীতির একটি বড় কারণ হচ্ছে এই খাতের উন্নয়ন, প্রকাশনা, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলিসহ প্রায় সবধরনের কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক গডফাদারদের হস্তক্ষেপ। প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষা খাতে দুর্নীতির উৎসগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না কেন? এবং এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন?

এই খাতটিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে প্রথমত, দুর্নীতির যেসব উৎস রয়েছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে। এলক্ষ্যে সর্বপ্রথম বন্ধ করতে হবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। রাজনৈতিক গডফাদারদের নিয়োজিত ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টরদের কবল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্ধার করতে হবে। একইসঙ্গে শিক্ষকদের রাজনীতি। রাজনৈতিক শিক্ষকরা শিক্ষার স্বার্থে কিছুই করেন না। ক্লাসে পড়ান না। শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা, রাজনৈতিক গডফাদারদের এজেন্ট হয়ে কাজ করা এবং শিক্ষকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা ছাড়া এরা আর কোন কাজ করেন না। এদের কবল থেকে ও শিক্ষা খাতকে উদ্ধার করতে হবে। যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। যেসব উৎসে দুর্নীতি হচ্ছে তা খুঁজে বের করাই হবে মনিটরিং কমিটির প্রধান কাজ। অবিলম্বে সরকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।